আবদুস সালাম আল আশরী
মুহাম্মাদ আবদুল গণী হাসান

গল্পে আঁকা মহীয়সী খাদিজা

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

উৎসর্গ

নারী, তুমি খাদিজা হও!
তাঁর মতো আলোকিত হও!
আলোয় আলোয় ভরে দাও পৃথিবী!

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

সীরাতচর্চা ও গবেষণার একজন ছাত্র হিসাবে দেখেছি—মহীয়সী খাদিজা সীরাতের আকাশে এক জ্বলজ্বলে নক্ষত্র। এই দ্যোতিত নক্ষত্রের বৈভিক ঐশ্বর্যে আমার হৃদয়-মন বার বার আলোকিত হয়েছে। একাধিক সীরাত বিষয়ক কিতাব লিখতে গিয়ে আমি বার বার থমকে দাঁড়িয়েছি এই মহান চরিত্রটির পাশে। বিস্মিত হয়েছি। আপ্লুত হয়েছি। বিমুগ্ধ হয়েছি। আহরণ করেছি—শক্তি। বল। আদর্শ। সত্যের পক্ষে দৃঢ় অবস্থানের অবিনাশী চেতনা।

তাঁকে নিয়ে এই কিতাবটি লিখতে বসে যে কথাটি বার বার আমার মনে ছায়া বিস্তার করেছে তা হলো এই—*তাঁর সংগ্রামী ও সোনালি এবং নবুওত-বিধৌত জীবনের একটুখানি পরশ যদি লাগে কোনো নারী-জীবনে, তাহলে আমার বিশ্বাস সে নারীও হয়ে যাবেন ইতিহাসের মহীয়সী।*

তাঁকে নিয়ে লেখা অনেক কিতাব চোখে পড়েছে। বাংলা আরবী। তবুও মনে হয়েছে—আমিও লিখবো। মনকে শান্ত করার জন্যে আমারও লেখা প্রয়োজন। খুঁজলাম উপযুক্ত আরবী কিতাব। কিন্তু পেয়েও যেনো পাই না। বিষয় পেলে ভাব পাই না। ভাব পাই তো অনুপ্রেরণা পাই না। হঠাৎ একদিন চোখ পড়লো আলোচ্য কিতাবটিতে। পড়লাম একটু। আরেকটু। ভালো লাগলো। অনেক। শেষ পর্যন্ত অনুবাদে হাত দিলাম। শব্দ এড়িয়ে নিলাম ভাব। কোথাও কোথাও ছায়া। হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর আত্মজীবনী *কারওয়ানে যিন্দেগির* অনুবাদ থামিয়ে ডুবে গেলাম খাদিজাময় দিন-রাত্রিতে।

যদি বলি; এটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস, ভুল হবে না। আমার কাছে মনে হয়েছে, এখানে উপন্যাস-উপকরণ—নির্ভেজাল। সত্যপুষ্ট। আবেগ-মথিত। আদর্শের জ্যোতিতে চিরজ্যোতির্মান। উপন্যাসের প্রচলিত সংজ্ঞা এখানে ষোল আনা না থাকলেও

ইতিহাসের এ কাহিনী উপন্যাসের সেরা উপকরণ। এ কাহিনীর স্পর্শে উপন্যাস হতে পারে গর্বিত। সার্থক। তবুও নানা কারণে আমরা উপন্যাস শব্দটি এড়িয়ে কিতাবটির নাম রেখেছি—*গল্পে আঁকা মহীয়সী খাদিজা।*

খাদিজা কে?

কেমন ছিলো প্রিয় মুহাম্মদের সাথে নবুওত পূর্ববর্তী দাম্পত্য জীবনে তাঁর দীর্ঘ পনেরোটি বছর? শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনায় ভরপুর সে এক মজার কাহিনী!

কেমন ছিলো নবুওত পরবর্তী জীবনে প্রিয় রাসূলের পাশে এই মহীয়সী খাদিজা? সেও আরেক সংগ্রামমুখর জীবনের নানামাত্রিক চিত্র। এখানে আমরা খাদিজাকে আবিষ্কার করবো আকাশ-সহযোগী হিসাবে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক নবুওতের কাজে মুহূর্তে মুহূর্তে সাহায্য করছেন তাঁর প্রিয় রাসূলকে! খাদিজাও!

ওহী'র নির্দেশ—*সবাইকে ডাকো ঈমানের পথে!* এখন কাকে ডাকবেন? কাকে দিয়ে দাওয়াতের কাজ শুরু করবেন? কে সাড়া দেবেন? সবার আগে সাড়া দিলেন খাদিজা! ডাকার আগেই!! খুশিতে তৃপ্তিতে প্রাপ্তিতে ভরে গেলো আল্লাহর নবীর মন!

বাইরে বেরিয়ে যান প্রিয়নবী, দাওয়াতের কাজে! ফিরে আসেন ক্লান্ত হয়ে। কখনো দুশমনের কথায় মন খারাপ করে! এখানেও খাদিজা প্রিয়নবীর পাশে আছেন! তাঁকে অভয়বাণী শোনান! তাঁরবাক্যে যেনো ঝরে ঝরে পড়ে—সান্ত্বনার পশলা পশলা বৃষ্টি! এভাবে খাদিজা ওফাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন ওয়াফাদার! এ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে তাঁর ওয়াফাদারির অপূর্ব এক বর্ণিলগাথা!

খাদিজার ওফাতে কতোটা কষ্ট পেয়েছিলেন আল্লাহর রাসূল? সীমাহীন! সেদিন তিনি কেঁদেছিলেন! সাহাবীরা কেঁদেছিলেন! মক্কা কেঁদেছিলো! আকাশ-পৃথিবীও কেঁদেছিলো! হেসেছিলো শুধু উম্মে জামিল আর আবু লাহাবেরা!

না, আর বললাম না। বরং কিতাবের পাতায় আমন্ত্রণ!

বিনীত
ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

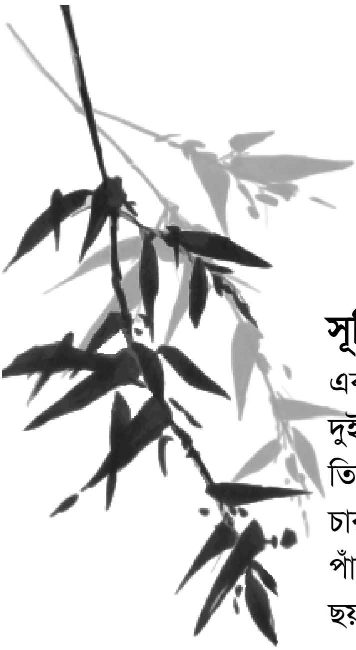

সূচিপত্র

এক	ঘরের শোভা	১১
দুই	সুসংবাদ	১৯
তিন	কুরাইশের নববধূ	২৭
চার	মক্কার ধর্মযাজক	৩৭
পাঁচ	তাকদীর	৪৩
ছয়	শোকের উপর শোক, আড়ালে তার কী হাসে	৫১
সাত	আশা	৬১
আট	আবেদন	৭১
নয়	মুখোমুখি	৮১
দশ	প্রতিজ্ঞা	৯১
এগারো	অথৈ চিন্তা এবং সবুজ থৈ	১০৩
বারো	নাফিসার অভিযান	১১১

তেরো	▸ শাদি মুবারক⇢	১২১
চৌদ্দ	▸ আবুল কাসেম⇢	১২৯
পনেরো	▸ ঈমান যখন জাগলো⇢	১৪১
ষোলো	▸ মক্কা এখন জেগে উঠবে ⇢	১৫৩
সতেরো	▸ উম্মুল মু'মিনীন⇢	১৬৩
আঠারো	▸ হক বাতিলের লড়াই⇢	১৭১
উনিশ	▸ লড়াই আরও তীব্র হলো⇢	১৮১
বিশ	▸ এবার অবরোধ⇢	১৯১
একুশ	▸ শেষ তীর⇢	১৯৯
বাইশ	▸ বিদায়⇢	২০৯
তেইশ	▸ তোমার স্মরণে হে খাদিজা!⇢	২১৭

খোআইলিদের বাড়িটি যেনো হাসি-আনন্দ, স্নেহ-মমতা ও প্রেম-ভালোবাসার এক শ্রেষ্ঠ 'নীড়'। কারণ একটাই; এ-বাড়ির শোভা তদীয় তনয়া খাদিজা। সবার চোখের মণি। সবার আদরের দুলালি। এ-বাড়ির সবাই তাকে ভালোবাসে। তার কাছ-ঘেঁষে বসতে আনন্দ পায়। দাসী ও পরিচারিকারা পর্যন্ত তার নামে আপনহারা। হবেই তো; খাদিজা-যে আদর দিয়ে .. ভালোবাসা দিয়ে .. সখ্যতা দিয়ে ওদের হৃদয়-রানী হয়ে আছেন! খাদিজার ডাকতে দেরি কিন্তু ওদের 'লাব্বাইক মালিকান!' বলতে দেরি হয় না!

খাদিজার সান্নিধ্য ওদের মনের খোরাক।

খাদিজার নির্দেশ ওদের আত্মার প্রশান্তি।

অমন মালিকান কে পায়?

অমন মহামানবী আর আছে কোথায়?

খাদিজা তাই এ বাড়ির শোভা।

এ বাড়ির অহঙ্কার।

এ বাড়ির অলঙ্কার।

কুরাইশ গোত্রে বাবা খোআইলিদের অবস্থান অনেক ওপরে। তিনি গোত্রের সশ্রদ্ধ নেতা। তাঁর আদেশ-নিষেধ সবাই মেনে চলে। তাঁর মতামত কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। তাঁকে বাদ দিয়ে কিছুই হয় না। সবাই তাঁকে সহযোগিতা করে পাশে থেকে। তাঁর পাশে আছে ঐতিহ্যবাহী বড় পরিবারের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা। অসহায় দরিদ্রদের প্রতি খোআইলিদ ছিলেন দয়াদিল—মায়াদিল—উদারহস্ত। সব সময় তাঁর বাড়িতে করুণা ও সাহায্যপ্রার্থীদের ভিড় লেগেই থাকে।

অমন অতিথিপরায়ণ .. অমন উদার মমতা-ঢাকা বাড়ির আঙিনাতেই বেড়ে উঠছিলেন খাদিজা। বেড়ে উঠছিলেন বাড়ির অতিথিবৎসল পরিবেশের ছায়ায়—মায়ায়। দুচোখ ভরে দেখেছেন তিনি প্রাচুর্য। দেখেছেন বাবার দানবৃষ্টি। দেখেছেন মানুষের প্রতি তাঁর মমতা ও ভালোবাসা। এসব দেখতে দেখতে নিজের অজান্তে তিনিও হয়ে উঠেছিলেন বাবার মতন .. মায়ের মতন—দানবতী মায়াবতী। না; এ-প্রাচুর্যের ভিড়ে কখনো তিনি অহংকারী হয়ে ওঠেন নি। কেনো করবেন অহংকার? সম্পদ ও প্রাচুর্য নিয়ে অহংকার করবেন? নাহ! সে তো শুধুই আল্লাহ্‌র দান! সম্পদ নিয়ে অহংকার করা মানুষের সাজে না। যদিও অনেক মানুষ সম্পদ পেলে অন্যের কথা ভুলে যায়। শুধু নিজের কথাই মনে রাখে। গর্ব ও অহংকারে 'গাল ফুলায়'। কিন্তু খাদিজা এ বিশাল প্রাচুর্যের ছায়ায় বসে একটুও অহংকার করেন না, শুধু আল্লাহর শোকর আদায় করেন। আল্লাহ না-দিলে তিনি এবং তাঁর পরিবার কোথায় পেতেন এ-সম্পদ? কোথায় পেতেন এতো সুখ ও আনন্দ?

অসহায় বঞ্চিতদের সহযোগিতায় .. অভাবীদের দুঃখ মোচনে ভীষণ তৃপ্তিবোধ করতেন খাদিজা। তিনি বিশ্বাস করতেন— এ-ই আল্লাহর নেআমতের শোকর! তাই তিনি কাউকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন না। সবাইকে দিতেন। হাসিমুখে। উদার হাতে। তাঁর মন ছিলো আকাশ-উদার। তাঁর স্বভাব ছিলো মায়ায়-মোড়ানো। অভাবী যখন হাত পাততো, তখন তিনি একটুও বিরক্ত হতেন না। এমন হবেই, তিনিও-যে বাবার গুণাবলি পেয়েছেন! হয়েছেন ঠিক তাঁর অবিকল ছায়া। কী মায়া, কী দয়া! সব সময়, সবার জন্যে!

বাবা খোআইলিদ জানেন খাদিজা অনেক গুণী। মেয়ের গুণ দেখে দেখে তাঁর চোখ জুড়ায়, মন জুড়ায়। মেয়ের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা আরও অনেক বেড়ে যায়। মেয়ের অসীম উদারতায় তিনি বারবার মুগ্ধ হন। মেয়ের উন্নত নৈতিকতায় তিনি আপ্লুত হন। মেয়ের জ্বলন্ত মেধা ও বুদ্ধিদীপ্তি তাঁকে স্বপ্ন দেখায়। মেয়ের সাংকল্পিক মানসিকতা .. তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভা .. তাঁর প্রখর ধী—তাঁকে ভীষণ অভিভূত করে।

ব্যবসায়িক বিষয়-আশয় পরিচালনায়ও মেয়ে তাঁর সচেতন এবং সফল। সব মিলিয়ে মেয়ে খাদিজার প্রতি তিনি খুব সন্তুষ্ট। তাঁর কাজে তিনি আনন্দ পান। খাদিজা তাঁর ঘরের শোভা। খাদিজার 'হ্যাঁ' যেমন সুন্দর .. খাদিজার 'না'ও সুন্দর। খাদিজার সবকিছু সুন্দর। সুন্দর মিশে আছে ওর সবকিছুতে। চলায়-বলায়-আচরণে।

বাবা খোআইলিদ ব্যবসার কাজে বাইরে থাকেন অনেক সময়। গৃহে ফিরেই খাদিজার দিকে ভীষণ মনোযোগ দেন তিনি। খাদিজার বিভিন্ন কর্মতৎপরতা লক্ষ করেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চপল-চলা উপভোগ করেন। তাঁর ভালোবাসাকাড়া পদচারণায় 'খোআইলিদ-গৃহ' যেনো জান্নাতের একটি টুকরো হয়ে উঠেছে। খাদিজার দিকে তন্ময়চিত্তে তাকিয়ে বাবা খোআইলিদ ভাবেন—

ওরা কী জালিম, যারা মেয়েদের দেখতে পারে না!
কী নিষ্ঠুর মেয়েদের প্রতি ওদের আচরণ!
কেনো এ নিষ্ঠুরতা? কেনো এ অন্যায়?
ওদের মাঝে কি নেই কোনো 'খাদিজা'?
কী সুন্দর আমার খাদিজা! ও আমার বাড়ির শোভা—প্রস্ফুটিত ফুল!
ও এ পরিবারের গর্ব—আনন্দ!

বাবা খোআইলিদ মেয়েকে অনেক সময় দেন। সুযোগ পেলেই তাঁকে কাছে নিয়ে বসেন। কথা বলেন। মেয়ের সাথে কথা বললে মেয়ে ভীষণ খুশি হন। কিন্তু খোয়াইলদের খুশি যেনো আরও বেশি। খাদিজার চাঁদমুখের দিকে মায়া-মায়া দৃষ্টিতে কেবল তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছে করে। তাঁর চপল-চলা, তাঁর চকিত-চাহনি, তাঁর কুদরতি রূপ-লাবণ্য ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব তাঁকে মনে করিয়ে দেয়— আল্লাহর নিপুণ সৃষ্টিশীল কুদরতের কথা। কতো সুন্দর অবয়বে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। খোয়াইলিদ কথা বলতে বলতে এবং মেয়ের কথা শুনতে শুনতে উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন।

❄❄❄

খাদিজা খুব লাজুক মেয়ে। এতো কথা হয় ওর সাথে খোআইলিদের, তবুও সব কথা ওকে বলতে পারেন না। এই-যে বেশ কিছুদিন ধরে অনেক কুরাইশ যুবক আসছে। একের পর এক খাদিজার জন্যে প্রস্তাব দিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে খাদিজাকে এখনো কিছুই বলা হয় নি। অপরদিকে ওদের কাউকে খোআইলিদের মনেও ধরছে না। কথা বললে মনে হয় ওরা যেনো শুধুই দুনিয়া চায়। তাঁর অঢেল প্রাচুর্যের উপর বুঝি ওদের চোখ পড়েছে। অবশ্য লাজুক স্বভাবের খাদিজার কানেও-যে এদের কথা একেবারে আসতো না— তা নয়। বাঁদিরা এসে বলতো। সখীরা এসে জানাতো। কিন্তু খুব কান দিতেন না। মন দিতেন না। এসব এড়িয়ে খাদিজা মশগুল হয়ে যেতেন নিজের কাজে, ঘরের কাজে। বাবা যেখানে আছেন সেখানে খাদিজা কেনো ভাববেন—মাথা ঘামাবেন? বাবাই ভাববেন, বর পছন্দ করবেন—শ্রেষ্ঠ বর। আদর্শ বর। দাম্পত্য-জীবন কোনো খেলনা নয়, এখানে আছে অনেক দায়-দায়িত্বের ব্যাপার। বাবা খোআইলিদের মুখে খাদিজা শুনেছেন—আদর্শ মানুষ ছাড়া আদর্শ পরিবার হয় না। আদর্শ পরিবার ছাড়া আদর্শ সমাজ হয় না। আদর্শ মানুষ সব জায়গায় আদর্শ হয়। এমন কখনো হতে পারে না যে একজন মানুষ পারিবারিকভাবে আদর্শ নয় কিন্তু সামাজিকভাবে আদর্শ। না, এটা হতে পারে না। কখনো হয় না। ঘরের মানুষই বাইরে প্রতিবিম্বিত হয়। পরিবারই সমাজে প্রতিবিম্বত হয়। সমাজই দেশে ও রাষ্ট্রে প্রতিবিম্বিত হয়। এভাবে পরিবার ভালো হলে সমাজ ও দেশ-রাষ্ট্র ভালো হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ ভুল করে। আগে নিজে ঠিক হয় না। আগে পরিবার ঠিক করে না। সমাজ ঠিক হবে কীভাবে?

❊❊❊

খোআইলিদের বাড়িতে আজ অনেক ভিড়। বনু মাখযূম-এর নেতৃবৃন্দ এখানে 'ভিড়' করেছেন। খুব আনন্দঘন পরিবেশে গৃহস্বামী খোআইলিদের সঙ্গে তারা আলাপ-আলোচনা করছেন। গভীর রাত পর্যন্ত চললো কথার উপর কথা; অনেক কথা। একসময় মজলিস ভাঙলো। বনু মাখযূম প্রসন্নচিত্তেই বেরিয়ে গেলো। খোআইলিদকেও বেশ আনন্দিত

দেখাচ্ছিলো। সবাইকে বিদায় দিয়ে তিনি নিজের কামরায় চলে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ স্ত্রী ফাতেমার সাথে কথা বললেন। তাঁরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করছিলেন। একটু পর দুজনই বেরিয়ে এলেন। তাঁদের চেহারায় খুশির আভা। আনন্দের দীপ্তি। স্বস্তির ছায়া। অনেক খোঁজার পর কিছু পেলে যেমন হয়!

খোয়াইলিদ স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ির আঙিনায় এসে বসলেন—তাঁর জন্যে পেতে-রাখা একটা নরম বিছানায়। হেলান দিয়ে বসলেন সুসজ্জিত একটা রেশমি তাকিয়ায়। পাশেই বসলেন ফাতেমা। খোয়াইলিদ খাদিজাকে ডাকলেন। খাদিজা এসে বাবা-মায়ের পাশে দাঁড়ালেন। খোআইলিদ হাসিমুখে খাদিজার দিকে তাকালেন। খাদিজা দাঁড়িয়েই আছেন। খোআইলিদ জানেন, বসতে না বললে মেয়ে বসবে না। স্নেহঝরা কণ্ঠে খোয়াইলিদ বললেন :

-বসো মা! তোমার সাথে কথা আছে; অনেক গুরুত্বপূর্ণ! আমি তোমার স্পষ্ট মতামত জানতে চাইবো একটা ব্যাপারে। নির্দ্বিধায় তুমি মতামত প্রকাশ করো। এখন শোনো আমি কী বলছি, তারপর চিন্তা করে উত্তর দেবে!